37

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 24 SEP 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

বদলে গেছে নটরডেম কলেজের দিনকাল

ফজলুল বারী

ফাদার ভেনাস বললেন, আমি এর আগে কখনও মানুষের প্রতি মানুষের এত ভালবাসা, উপহার সামগ্রী দেখিনি। এত বিপন্ন মানুষ তার চারপাশে এত সহযোগী বাড়িয়ে দেয়া হাত—এ যেন বিশাল দর্শন অর্জন আমার জীবনের। নটরডেম কলেজের বাসিন্দা শিকাগোয় জন্ম ক্যাথলিক পুরোহিত এই ফাদার ভেনাস ৩৯ বছর ধরে এদেশে আছেন। ভাঙ্গ ভাঙ্গা হলেও চমৎকার বাংলা বলেন। বুধবার নটরডেম ক্যাম্পাসের আশ্রিত বানভাসি মানুষদের কথা বলতে গিয়ে ফাদার বলেছেন তাঁর অভিজ্ঞতার আদ্যোপান্ত।

৪৪২ পরিবারের ১৭শ'র বেশি সদস্য আগস্টের ৮ তারিখ থেকে কলেজ ক্যাম্পাসে আশ্রয় নিয়েছেন। এদের প্রায় সবাই মাভা এলাকার বানভাসি গরিব মানুষজন। ক্যাম্পাসের প্রাইমারি স্কুল ভবন, সাইকেল স্ট্যান্ড, ক্যান্টিন, রিক্রিয়েশন এরিয়া—সব জায়গাতেই তাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন। অনাথ ভবনের পাশ বড় একটি টিনশেড তৈরি করে সেখানেও অনেক পরিবারের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কলেজ মাঠটি যখন পানিতে তলিয়ে গেল

(২- পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

বদলে গেছে নটরডেম

(প্রথম পাতার পর)

পরিবারগুলো এসে উঠল মূল ভবনে। পানি নামার পর অবশ্য তারা নির্ধারিত আশ্রয় কেন্দ্রেই ফিরে যায়। মাভার লোকজন এতদূরে এই আশ্রয়ের খোঁজ পেল কি করে? জবাবে ফাদার বলেন— ১৯৮৮'র বন্যার সময়ও মাভার অনেক পরিবার এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের ছেলেমেয়েও এখন অনেক বড় হয়ে গেছে। তারাও এসেছে। তাছাড়া ১৯৭৪-৭৫ সালেও ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য এখানে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। তখন এক-দু'জন বিদেশী এটা দেখতে এসে কিছু সাহায্য করে গেছেন। কিন্তু এবারে মানুষের এত সাহায্য-শুভেচ্ছা যা দেখেশুনে শুধু অভিভূতই হওয়া যায়। ফাদার বলেন— প্রথমে আমরা দুর্গতদের শুধু আশ্রয় দিয়েছি। খাবার দিতে পারিনি। কলেজের ভিতর জলমগ্ন হয়ে যাবার পর লোকজন যখন মূল ভবনে উঠে গেল তখন কলেজের তহবিলের টাকায় ১০ বস্তা চাল, ডাল কিনে খিচুড়ি রান্নার ব্যবস্থা হয়। কয়েকদিন খিচুড়ির পর তারা বলল এটা ভাল লাগে না। আমাদের আলাদা চাল-ডাল দিন। সেই থেকে পরিবারপিছু প্রতিদিন ২ কেজি চাল, তার – ভাগ পরিমাণে ডাল দেয়া হচ্ছে। শিশুদের প্রতিদিন তিনবার দেয়া হচ্ছে বেবিফুড। খুব ছোট শিশুদের দেয়া হচ্ছে সেরিলাক। ৪/৫ বছর বয়সীদের সুজি রান্না করে দেয়া হচ্ছে। ব্র্যাক কয়েকদিন রুটি দিয়েছে প্রতিদিন ১৭ হাজার। নানা শ্রেণীর লোকজন সাহায্য নিয়ে এসেছেন—আসছেন। আরামবাগ ক্লাব প্রতিদিন দিয়েছে এক বস্তা চাল। গুলশান-বারিধারা এলাকার গৃহবধূরা চাঁদা তুলে দু'দিনে মোট ৬৫ হাজার টাকা দিয়ে গেছেন। সিটি কর্পোরেশন দিয়েছে খাবার স্যালাইন, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট এবং ব্লিচিং পাউডার। কলেজ ক্যাম্পাসের ভিতরটি জলমগ্ন হবার পর পুরো এলাকাটি নোংরায় ভরে গিয়েছিল। পানি নামার পর ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো ১০টি গ্রুপে ভাগ হয়ে সবকিছু পরিষ্কার করে দিয়েছে। কলেজের সিনিয়র ছাত্ররা এখন এই দুর্গতদের পড়াশোনারও ব্যবস্থা করেছে। ১৮০টি শিশু যারা কোনদিন স্কুলেই যায়নি তাদের অক্ষরজ্ঞান দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফাদার নিজে আমাদের ঘুরে দেখালেন দুর্গতদের অস্থায়ী ঘরবাড়ি। নারী, পুরুষ, শিশু সবার আপনজন হয়ে গেছেন এই বিদেশী পুরোহিত। ফাদার বেরুলেই তাঁর পিছু পিছু ছোট ছেলেমেয়েদের ভিড় লেগে যায়। দুর্গত বেশ কিছু পরিবারের সাথে কথা বলে জানা যায়, তাদের ঘরবাড়িতে এখনও কোমর সমান পানি। আরও কমপক্ষে এক সপ্তাহ এভাবে এখানে থাকতেই হবে। এত আদর-যত্ন ফেলে এরা কি ফিরে যাবে ঘরে? প্রশ্নের জবাবে ফাদার হাসেন। বলেন— অনেকের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে গেছে। আমরা চেষ্টা করছি কারিতাসের মাধ্যমে তাদের ঘরবাড়ি তৈরিতে সহযোগিতা দেয়া যায় কিনা। বুধবার আমরা সেখানে থাকতেই ক্যাব-এর দু' সদস্য দু'হাজার বনরুটি, খাবার স্যালাইন নিয়ে যান শুভেচ্ছা সহযোগিতা হিসাবে। ফাদার তাদের সামগ্রী গ্রহণ করে নারিন্দা এলাকার একটি আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিলেন। বললেন— ওখানে লোকজন খাবারের কষ্টে আছে।

মহাপ্লাবন এভাবেই বদলে দিয়েছে নটরডেম কলেজের দিনকাল। কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের সংগঠন নটরডেম মানবিক সংঘের ১০০ সদস্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে সাহায্য সংগ্রহ করেছেন। সংঘের সদস্য সুমন সালাহউদ্দিন বললেন— একদিন এক বাড়িতে গিয়ে দেখি কলেজ পড়ুয়া এক মেয়ে ছাড়া কেউ ঘরে নেই। আমাদের সাহায্য দেবার মতো টাকা-পয়সা মেয়েটির হাতে ছিল না। আমাদের অপেক্ষায় রেখে সে তার মাটির ব্যাংক ভেঙ্গে সংগ্রহের ১০০ টাকার মতো তুলে দিয়েছে। আরেকদিন এক রিক্সাচালক তার পরনের শার্টটিই তুলে দিয়ে বলেছে, আমার তো অন্য সামর্থ্য নেই। দয়া করে এটি নিন। সুমনরা দু'টি অগ্রবর্তী দল পাঠিয়ে মানিকগঞ্জের শিবালয় থানার কয়েকটি, নরসিংদীর রায়পুরা থানার কয়েকটি গ্রামের দুর্গতদের জন্য সাহায্য নিয়ে গিয়েছিলেন। পরিবার পিছু দেয়া হয়েছে ৫ কেজি চাল, ১ কেজি চিড়া, খাবার স্যালাইন, রুটি এবং পুরনো কাপড়। রায়পুরা দুঃখিপাড়া গ্রামের কথা বললেন সুমন। ৫শ' পরিবারকে সাহায্য দেবার পর দেখা গেল আরও ২শ' পরিবারের সাহায্য খুবই দরকার। পরে ঢাকায় ফিরে এসে আবার তারা এই দু'শ' পরিবারের জন্য সাহায্য পাঠিয়েছেন। এখন তারা চিন্তা করছেন দুর্গতদের বাড়িঘর তৈরিতে সহযোগিতার।